দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG 19 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ইসলামী শিক্ষা সংহারে স
হন্যে হয়ে উঠেছে কে

আবদুল গফুর

গত ১৬ আগস্ট সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত "ইসলামী শিক্ষা বন্ধ, সংকোচন ঃ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ" শীর্ষক এক গোলটেবিল কনফারেন্স-এ যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সভায় উদ্যোক্তাদের উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন আলোচকের বক্তব্য থেকে বর্তমান সরকারের আমলে মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা বন্ধের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেল, তাতে বুঝা গেল, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যা জানতাম, তা প্রকৃত সত্যের তুলনায় শতাংশের একাংশও নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এদেশেরই একটি রাজনৈতিক দল কী করে এদেশের শতকরা নব্বইজন মানুষের ঈমান-আকিদা, জীবন-বোধ ও আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিরূপী ইসলামী শিক্ষাকে সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতে উঠতে পারে, তা ভাবতেও বিস্ময়াহত হতে হয়।

বিস্ময়াহত হতে হয় আরও এজন্য যে, এই ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধানই ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তার ইসলাম-প্রীতি জাহির করতে যেয়ে মাথায় হিজাব, হাতে তসবীহ নিয়ে এবং নিজের মোনাজাতরত বিশাল চিত্র লক্ষ লক্ষ কপি পোস্টার আকারে ছেপে সারা দেশের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেকে ইসলামের একজন সেবক বলে প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখনও সংসদে ও সংসদের বাইরে বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণে নিজেকে ইসলামের একজন খাঁটি সেবক রূপে উপস্থাপনে যার জুড়ি মেলা ভার, তাঁর সরকার বাস্তবে ইসলামী শিক্ষা উৎখাত করার লক্ষ্যে কি করে এমন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে পারে, তা ভাবতেও অবাক হতে হয়। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এইচ এস সাদেকও বাইরে বক্তৃতা-বিবৃতিতে যা বলছেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তার ঠিক বিপরীত তার আচরণ। এই স্ব-বিরোধিতার হেতু কি? বক্তৃতা-বিবৃতিতে একদিকে জনগণকে ধোঁকা দেয়া, অপর দিকে বাস্তবে ইসলামী শিক্ষার মূলোৎপাটনের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ, এর মাযেজা কোথায়?

ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার যে ক্রুসেড শুরু করেছেন, তার ব্যাপকতা এত অধিক যে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা তার কয়েকটি দিক মাত্র এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এতেই বুঝা যাবে, বর্তমান সরকার ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষার কি পরিমাণ 'ভক্ত' এবং তারা ইসলামের কেমন ধরনের 'সেবক'।

বর্তমানে ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সর্বশেষ চক্রান্ত দেখা যাচ্ছে, তার সূচনা হয় সাবেক বিএনপি সরকারের পদত্যাগের পর সেই ১৯৯৬ সাল থেকেই। ১৯৯৬ সালেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষার নম্বর ১০০-এর স্থলে ৫০ করে আদেশ জারি করে। কিন্তু সারা দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও তীব্র আন্দোলন শুরু হলে সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করে ইসলামী শিক্ষার নম্বর ১০০ পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ঐচ্ছিকভাবে চালু আছে। এছাড়া একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আরবী ষষ্ঠ শ্রেণী হতে চালু রয়েছে। সরকার এ দু'টি বিষয় সরাসরি তুলে দিতে না পারলেও এগুলোর বিরুদ্ধে এমন সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে এগুলো কোণঠাসা ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালেই সরকারী টেক্সট বুক বোর্ড উদ্যোগ নেয় যাতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে আরবী তুলে দিয়ে তার স্থানে চারু ও কারুকলা শিক্ষা দেয়া যায়।

অন্য দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে তাও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সঠিকভাবে পড়ানো হচ্ছে না। এজন্য কমপক্ষে আলিম পাস একজন করে শিক্ষক প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা উচিত ছিল, যা নেই। ফলে ঘটনাক্রমে কোনো স্কুলে মাদ্রাসা পাস শিক্ষক থাকলে তিনি তা পড়ান, নইলে সাধারণ শিক্ষকদেরই তা পড়াতে হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ পড়ানো হয় ত্রুটিপূর্ণ।

মাধ্যমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষা পাঠদানের জন্য শিক্ষকের পদ থাকলেও তাদের মান উন্নয়নের জন্য যে বিএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রাখা হয়েছে, তাতেও ইসলামী শিক্ষার প্রতি করা হয়েছে বিমাতাসুলভ আচরণ। বিএড কোর্সের পাঠক্রমে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্কুলের সকল বাধ্যতামূলক ও নৈর্বাচনিক বিষয় শিক্ষা পদ্ধতির পাঠক্রমভুক্ত থাকলেও সেখানে স্থান পায়নি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা। শুধু তাই নয়, দেশে সরকারী টিটি (টিচার্স ট্রেনিং) কলেজ আছে দশটি। এর মধ্যে একমাত্র একটিতে ঢাকার টিটি কলেজে একটি ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকের পদ আছে। অথচ বিএড সিলেবাসেও অতিরিক্ত বিষয়ের একটি আছে ইসলামী শিক্ষা।

জনগণের টাকায় সরকার চলে, চলে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেক্সট বুক বোর্ড নামে যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার একটি অঘোষিত কর্তব্যই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। মাঝে মাঝেই তারা ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদানের প্রয়োজন আছে কিনা, সে ব্যাপারে প্রশ্নমালার মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের মহড়া দেন। তাদের ষড়যন্ত্র জনগণের বিরূপ মনোভাবের কারণে সম্পূর্ণ সফল হয়নি, এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে তাদের ষড়যন্ত্র অনেকটাই সফল হয়েছে। অতীতে বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, এমনকি সঙ্গীত বিভাগেও ইসলামী শিক্ষাকে চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যেত। বর্তমানে টেক্সট বুক বোর্ড অন্যান্য শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়ে রেখেছে শুধু মানবিক শাখায়। তাও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের কতিপয় গুচ্ছের নিগড়ে তাকে এমনভাবে বেধে দেয়া হয়েছে যে, যে কোন একটি গুচ্ছের অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী না হওয়ারই কথা। এটা যে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে সুচতুর চক্রান্ত তা সুস্পষ্ট।

ইসলামী শিক্ষা সরাসরি তুলে দেয়া হয়নি, অথচ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অলিখিতভাবে যেন সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে আছেন যে, আর কোন কলেজে ইসলামী শিক্ষা খুলতে দেয়া হবে না। আর যেখানেও এ অনুমতি আছে সেখানেও ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করতে দেয়া হবে না। ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাবের প্রমাণ মেলে আরেকটি ব্যাপার থেকেও। ১৯৯৮-৯৯ সেশনে ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজসহ নতুন অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের সংখ্যা ছিল ১২০। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন অধিভুক্তি প্রদান করা হয়েছে মাত্র ৮০টি কলেজে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র শরীয়তপুরের ২টি কলেজেই ইসলামিক স্টাডিজ খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যে ৭৮টি কলেজকে ইসলামিক স্টাডিজ ঘোষণার অনুমতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বিডিআর কলেজ, মহানগর মহিলা কলেজ, কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া কলেজ, নরসিংদীর আফাজ উদ্দীন খান মহিলা কলেজ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহের ত্রিশাল মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইলের নাগরপুর মহিলা কলেজ ইত্যাদি। জানি না সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জঘন্য কাজের কি ব্যাখ্যা সরকার দেবেন?

পূর্বোল্লেখিত গুচ্ছ ব্যবস্থার কুফল ফলতে শুরু হয়েছে। টেক্সট বুক বোর্ডের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলে গুচ্ছ ব্যবস্থার কারণে যেসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামী শিক্ষা আছে, সেখানেও মানবিক শা হয়েছে খুব কম ছাত্র। বেশ কয়েকটি বেসরকারী ইসলামী শিক্ষায় মাস্টার্স ও অনার্স খোলা হলেও হচ্ছে খুব কম। ইসলামী শিক্ষার চাকুরীর সুযোগ কলেজগুলোতে সংকুচিত হচ্ছে দেখেই এমনটা যেহেতু বেসরকারী কলে ও মাস্টার্স পর্যায়ের বেতনের পুরোটাই কলে করতে হয়, ছাত্রভর্তি কম এক পর্যায়ে কলেজ কর্তৃপক্ষই এই বিষয় তুলে হবে। অথচ ২/১ বছর আগেও এসব ক্লাসে এত হত যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি নিয়ে অবস্থায় পড়তেন। এভাবেই ইসলামী আগ্রহীদের হাতে না মেরে ভাতে মারার ব্যবস্থা সরকার।

সরকারী কলেজগুলোতেও ইসলামী শিক্ষা অবহেলার শিকার হয়ে চলেছে। ১৯৯৬ সালে কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও তা পূ সাপেক্ষে ইসলামী শিক্ষায় মাস্টার্স খোলার অনু হয়। কিন্তু সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উ ফলে ১০টির মধ্যে ১টি মাত্র কলেজ (সরকারী কলেজ) আরবীর জন্য ২/৩টি পদ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। এভাবে হয় ইসলামী শি অনুমতি না দেয়া; নইলে অনুমতি দিলেও শিক্ষকে না করে কার্যত ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করে দেয় সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে।

একই ব্যাপার চলছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও। স্টাডিজ পাঠের সুযোগ তো সংকুচিত করা হ সঙ্গে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড ও ইসলামী ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্রমবর্ধমান হারে সংকুচিত করা হচ্ছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা পড়ানোই হয় না উচ্চতম পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার বিকাশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার ষড় চলছে।

বহু দিন ধরেই আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হ এই মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা সর্বতো পর্যায়ে সংকু জন্যও বর্তমান সরকারের আমলে নতুন ক চলছে। দীর্ঘদিন ধরে যেসব মাদ্রাসা থেকে জন শিক্ষা লাভ করে আসছে, সেসব মাদ্রাসাকে অজুহাতে বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা চলে শিক্ষার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও অপপ্রচার হচ্ছেই, তদুপরি সাধারণ তহবিলে ৫০ হাজা থাকা, সংরক্ষিত তহবিলে ১ লাখ টাকা জমা উচ্চতর শ্রেণীসমূহে ১০০ ছাত্র না থাকার ভুয় আড়াই শতাধিক মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে স্বাক্ষরে মঞ্জুরি বাতিল ও সরকারী অংশের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অথচ বাইরে ব ঠিকই প্রচার চালানো হয়েছে, সরকার ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করতে নয়, সম্প্রসারণ করতেই চান কাজে এই বৈপরিত্যের অর্থ কি?

এ ব্যাপারে আমরা যদি অতীতের দিকে তা দেখব, ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী থেকে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় তা শিক্ষাকে 'অপচয়' বলে ঘোষণা করে তা দেয়ার সুপারিশ করা হয়। এরপর ১৯৭২ সা লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারে পূর্ণ